উইলিয়াম কেরী

বিজিত ঘোষ

গ্রন্থতীর্থ
প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা
৬৫/৩এ, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা — ৭০০ ০৭৩

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

আজ থেকে প্রায় দুশো কুড়ি বছর আগের কথা। সে দিনটা ছিল ১৭৯৩ সালের ১১ নভেম্বর। সেদিনই প্রথম ভারতের মাটিতে পা রাখেন ড. উইলিয়াম কেরী (১৭৬১-১৮৩৪)। তখন তিনি মাত্র বত্রিশ বছরের যুবক।

১৭৬১ সালের ১৭ আগস্ট ইংলন্ডের নর্দাম্পটন্‌শায়ারের কাউন্টি টাউসেন্টার থেকে মাইল তিনেক দূরের এক ছোট্ট অখ্যাত গ্রামে কেরীর জন্ম হয়। গ্রামের নাম পলাসপিউরী। চামড়া আর সুতোর কাজ ছিল সেখানকার মানুষদের প্রধান জীবিকা।

কেরীর পিতার নাম এডমন্ড কেরী। মাতা এলিজাবেথ উইল্‌স্‌। কেরীর পিতামহ পিটার কেরী অবশ্য পলাসপিউরীর লোক ছিলেন না। পরবর্তীকালে তিনি এই গ্রামে চলে আসেন। পিটার কেরী অ্যান্‌ ফ্লেক্‌নোকে বিবাহ করেন ১৭২২ খ্রিস্টাব্দে।

পিটার কেরী জাতিতে ছিলেন তাঁতি। পলাসপিউরীতে প্রথম স্কুল স্থাপিত হলে তার প্রথম শিক্ষক নিযুক্ত হয়েছিলেন তিনি। পিটার কেরীর পরিশ্রম করার অনন্ত শক্তি ছিল। সেই সঙ্গে যোগ্যতাও। দীর্ঘ আঠারো বছর ধরে তিনি দায়িত্ব ও সম্মানের সঙ্গে পলাসপিউরীতে শিক্ষকতা এবং প্যারিসে কেরানির কাজ করে গেছেন।

পিটার কেরীর পাঁচ সন্তান। উইলিয়াম, পিটার, এডমন্ড, টমাস এবং অ্যান্। টমাস ও অ্যানের মৃত্যু হয় শৈশবেই। বড়ো ছেলে উইলিয়ামকে নিজের মতো করে গড়ে তুলেছিলেন পিটার কেরী।

কৃতী, সম্ভাবনাময় যুবক উইলিয়াম টাউসেন্টারে শিক্ষকতার কাজ করতেন। কিন্তু মাত্র একুশ বছর বয়সে তার মৃত্যু হয়। পুত্রশোক সহ্য করতে না পেরে উইলিয়ামের মৃত্যুর পনেরো দিনের মধ্যেই মৃত্যু হয় পিটার কেরীরও (১৭৪৩)। পিটার কেরীর তৃতীয় পুত্র এডমন্ড তখন মাত্র সাত বছরের বালক।

স্কুলে ভর্তি হলেও নিতান্ত অর্থসংকটে এডমন্ডকে তন্তুবায় বৃত্তি গ্রহণ করতে হয়। চব্বিশ বছর বয়সে এলিজাবেথ উইলস্‌কে বিবাহ করেন এডমন্ড। পিটার কেরীর মৃত্যুতে স্থানীয় স্কুলে যিনি শিক্ষক হয়েছিলেন, হঠাৎ তাঁরও মৃত্যু হয়। তখন এডমন্ড সেই স্কুলে শিক্ষকতার কাজ পান। সেই সঙ্গে প্যারিসের কেরানিগিরির কাজটিও চলতে থাকে। ঠিক তাঁর পিতা পিটার কেরীর মতোই।

আসলে তাঁত বুনে জীবিকা নির্বাহ করে একেবারেই মনের আনন্দ পাচ্ছিলেন না এডমন্ড। মনের শান্তি পেতেই তিনি শিক্ষকতার কাজে যোগ দেন। পাশাপাশি সংসার চালানোর প্রয়োজনে গির্জাতে কেরানির কাজটিও ছাড়তে পারেন নি তিনি।

এডমন্ডও পাঁচ সন্তানের পিতা। উইলিয়াম কেরী, অ্যান্, মেরী, টমাস ও এলিজাবেথ। এলিজাবেথের অবশ্য মৃত্যু হয় শিশুকালেই।

কেরীর শৈশবজীবন গড়ে ওঠে তাঁর পিতার আদর্শেই। পিতার মতো পুত্রের মধ্যেও ছোটোবেলা থেকে লক্ষ করা যায় শেখবার ও জানবার অনন্ত আগ্রহ। ছেলেবেলা থেকেই কেরীর পিতা এডমন্ড ছিলেন অত্যন্ত পরিশ্রমী। সমস্ত বিষয়ের প্রতিই তাঁর একাগ্রতা ও কর্মদক্ষতা ছিল দেখবার মতো।

স্থানীয় স্কুলের শিক্ষকতার কাজে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছিলেন এডমন্ড। গণ্যমান্য ব্যক্তি হিসেবে সকলেই তাঁকে সম্মান করতেন। তাঁর কথা শুনতেন। তাঁর পরামর্শ নিতেন।

ছোটোবেলা থেকে কেরী বাবাকে সেভাবেই দেখতে অভ্যস্ত। পিতার অনুশাসনে ধীরে ধীরে কেরীর মধ্যেও নানান গুণের বিকাশ ঘটে; স্বভাব-চরিত্রে দেখা দেয় বিনম্রতা। এডমন্ড নিজে প্রচুর পড়াশোনা করতেন। তাঁর সেই বিশেষ অভ্যেসটি উইলিয়ামের মধ্যেও তিনি সঞ্চারিত করে দিতে পেরেছিলেন। পিতার প্রভাবে এই সময় থেকেই গড়ে ওঠে কেরীর চরিত্র।

পুত্র সম্বন্ধে পিতা এডমন্ড কেরী লিখেছেন ঃ 'William's only special aptitude was steady attentiveness and industry, plus some arithmetic quickness.'

ছোটোবেলায় নিজের পড়াশোনা প্রসঙ্গে কেরী নিজেই বলেছেন ঃ 'My education was that which is generally esteemed good in country villages, and my father being a school master, I had some advantages which other children of my age had not.'

কেরীর মধ্যে জ্ঞানার্জনস্পৃহা ছিল আবাল্য। তার মধ্যে আবার প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে তাঁর আগ্রহ ও উৎসাহের কথা বিশেষভাবে স্মরণীয়। গাছপালা, কীটপতঙ্গ, পশুপাখি নিয়ে ছোটোবেলা থেকেই কেরীর ছিল অনন্ত আগ্রহ। এ-প্রসঙ্গে জর্জ স্মিথ লিখেছেন, 'The village surroundings and country

scenery coloured the whole of the boy's after life, and did so much to make him the first agricultural improver and naturalist of Bengal, which he became.'

শুধু প্রকৃতিজগৎ নিয়েই নয়, পড়াশোনাতেও উইলিয়ামের ছিল অনন্ত আগ্রহ ও অখণ্ড মনোযোগ। বিশেষ করে ভাষাশিক্ষার ব্যাপারে তাঁর উৎসাহ ছিল সব থেকে বেশি।

অল্প দিনের মধ্যে তিনি নিজের চেষ্টাতেই গ্রিক, লাতিন, গণিত ও ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন শেষ করেন। ভাষা শেখার ব্যাপারে কেরীর পারদর্শিতা ছিল বিস্ময়কর। মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে লাতিন ভাষার সমস্ত শব্দকোষ তিনি কণ্ঠস্থ করে ফেলেছিলেন। এবং তা শুনে মুগ্ধ হয়েছিলেন তাঁর লাতিন ভাষার শিক্ষক টমাস জোন্স।

লেখাপড়ায় বিশেষ আগ্রহী ও মেধাবী হওয়া সত্ত্বেও মাত্র বারো বছর বয়সেই স্কুল ত্যাগ করতে হয় তাঁকে। তাঁর দরিদ্র পিতা এডমন্ডের পক্ষে উইলিয়ামের পড়াশোনার খরচ চালানো আর কোনোভাবেই সম্ভব হচ্ছিল না।

এক বিস্ময়কর মেধাবী বালককে শেষ পর্যন্ত পড়াশোনা ছেড়ে চাষবাসের কাজে নেমে পড়তে হল। কেরীর জীবিকা সন্ধানের শুরু মাত্র বারো বছর বয়স থেকেই। অবশ্য শারীরিক অসুস্থতার জন্য সে পরিশ্রমও তার বেশিদিন সহ্য হল না। তখন কেরী শিখতে শুরু করলেন জুতো সেলাইয়ের কাজ।

প্রতিদিন হ্যাক্‌লটনের মুচি ক্লার্ক নিকল্‌সের কাছে গিয়ে তিনি জুতো তৈরির কাজ করতেন। কিছু দিনের মধ্যে তাঁর জুতো সেলাইয়ের শিক্ষক নিকল্‌সের মৃত্যু হয়। অগত্যা বাধ্য হয়ে উইলিয়াম তখন মি. টি ওল্ডের জুতোর দোকানের কর্মচারী হিসেবে কাজে যোগ দেন। সেটা ১৭৭৯ সালের কথা।

লেখাপড়ায় অনন্ত উৎসাহ ও আগ্রহের কারণে জুতোর দোকানে কাজের পাশাপাশি কেরী টমাস জোন্সের কাছে ল্যাতিন, গ্রিক ও হিব্রু ভাষা শিখতে থাকেন।

সে- সময়ে মি. টি. ওল্ডের জুতোর দোকানে জন ওয়্যার নামের একজন সৎ তরুণ সহকর্মীর সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হয় উইলিয়ামের। ওয়্যারের প্রভাবে এই সময় থেকে উইলিয়ামের মধ্যে ধর্মগ্রন্থপাঠ ও ধর্মচর্চায় বিশেষ আগ্রহ জন্মায়। কিছুদিনের মধ্যেই বিখ্যাত ধর্মপ্রচারক টমাস স্কটের সঙ্গে পরিচিত হন উইলিয়াম। উইলিয়ামের পরবর্তী জীবনে এই মানুষটির বিশেষ প্রভাব লক্ষ করা যায়।

কুড়ি বছর বয়সে (১৭৮১ সালের ১০ জুন) উইলিয়াম কেরী ডরোথি প্ল্যাকার্ড নামের এক মহিলাকে বিবাহ করেন। নিরক্ষর ডরোথি, কেরীর থেকে বছর পাঁচেকের বড়ো ছিলেন।

১৭৮২-তে কেরী যোগ দেন নর্দাম্পাটনের ব্যাপটিস্ট মণ্ডলীর পালক সংঘে। ১৭৮৩-র ৫ অক্টোবর জন রাইল্যান্ড কেরীকে ব্যাপটিস্ট মতে দীক্ষিত করেন। ১৭৮৫ সালে উইলিয়াম মৌলটনের একটি স্কুলে শিক্ষকতার কাজ পান। স্কুলে পড়ানো, লেখাপড়া ও ধর্মচর্চার পাশাপাশি জুতো সেলাইয়ের কাজও সমানে চালিয়ে যেতে হয় তাঁকে। শিক্ষকতার সামান্য উপার্জনে সংসার চালানো তখন তাঁর পক্ষে অসম্ভব।

কেরীর প্রথম সন্তান শিশুকন্যা অ্যান্ শৈশবেই মারা যায়। মৌলটনে এসে কেরী আরও তিনটি সন্তানের জনক হন। ফেলিক্স, উইলিয়াম ও পিটার।

ছোটোবেলা থেকেই কেরী ভ্রমণ কাহিনির বিশেষ ভক্ত ছিলেন। কলম্বাসের ভ্রমণ কাহিনি পড়ে মুগ্ধ উইলিয়াম বার বার পড়তেন। পরে, তরুণ বয়সে এসে টমাস কুকের ভ্রমণকাহিনি তাঁকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। টমাস কুকের গ্রন্থ পড়ে পৃথিবীর অ-খ্রিস্টান দেশগুলির গরিব-দুঃখী মানুষদের কষ্ট দূর করার তীব্র ইচ্ছে জাগে তাঁর মনে। কিন্তু নিজের সংসারই তখন তার চলে না